তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯০৭

**প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সব ধর্মের কল্যাণে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন**

**-- পার্বত্য মন্ত্রী বীর বাহাদুর**

বান্দরবান, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেছেন, বর্তমান সরকারের আমলে প্রত্যেক ধর্মের মানুষ নিজ নিজ ধর্মীয় অনুষ্ঠান জাকজমকভাবে পালন করতে পারছেন। তিনি বলেন, ধর্ম যার যার উৎসব আমাদের সবার। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রত্যেক ধর্মের কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

আজ বান্দরবান সদরে নিজ বাসভবনে বান্দরবানের ৩১টি পূজা মণ্ডপে চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য লক্ষ্মীপদ দাশ, সদস্য কাঞ্চজয় তঞ্চঙ্ঘা, সার্বজনীন কেন্দ্রীয় দুর্গা মন্দির পরিচালনা কমিটির সহ-সভাপতি উজ্জ্বল কান্তি দাশ, শারদীয় দুর্গা পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক তাপস কান্তি দাশ ও পৌরসভার প্যানেল মেয়র সৌরভ দাশ শেখর উপস্থিত ছিলেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর এ সময় ৩১টি পূজামণ্ডপের জন্য বরাদ্দকৃত ৫ লাখ ৩ হাজার টাকার চেক সংশ্লিষ্টদের মাঝে বিতরণ করেন।

#

রেজুয়ান/রফিক/রফিকুল/আরাফাত/সেলিম/২০২২/২২৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯০৬

শিনজো আবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর যোগদান

**বাংলাদেশের সরকার ও জনগণের পক্ষ হতে শ্রদ্ধা নিবেদন**

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :

জাপানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত শিনজো আবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদিয়ে বাংলাদেশের সরকার ও জনগণের পক্ষ হতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন।

আজ জাপানের টোকিও-এর নিপ্পন বুদোকানে অনুষ্ঠিত জাপানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত শিনজো আবের রাষ্ট্রীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় বাংলাদেশের পক্ষ হতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন অংশগ্রহণ করেন।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে স্মারক বক্তব্য প্রদান করেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া আয়োজক কমিটির সভাপতি ফুমিও কিশিদাসহ জাপানের অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। বাংলাদেশের পক্ষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের মাধ্যমে প্রয়াত শিনজো আবের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। এ অনুষ্ঠানে তাঁর সাথে যোগ দেন সংসদ সদস্য সেলিমা আহমেদ এবং জাপানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শাহাবুদ্দিন আহমেদ।

এদিকে আজ জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা কর্তৃক আকাসাকা প্রাসাদে আয়োজিত সৌজন্য বিনিময় অনুষ্ঠানে যোগদেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন। মন্ত্রী জাপানের প্রধানমন্ত্রী কিসিদার সাথে সাক্ষাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে শিনজো আবের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন। বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রয়াত শিনজো আবের অবদানের কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, শিনজো আবে বাংলাদেশের একজন প্রকৃত বন্ধু ছিলেন এবং তাঁর সময়ে দু’দেশের সম্পর্ক সমন্বিত অংশীদারীত্বে উন্নীত হয়।

#

মোহসিন/রফিক/রফিকুল/আরাফাত/সেলিম/২০২২/২২৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯০৫

**শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্ব বাংলাদেশের জন্য আশীর্বাদ**

**-- সমাজকল্যাণ মন্ত্রী**

লালমনিরহাট, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ বলেছেন, বিএনপি-জামায়াত সরকার ক্ষমতায় এসে কমিউনিটি ক্লিনিক বন্ধ করে দেয়। বিএনপি জামায়াত জনগণের কল্যাণে বিশ্বাসী নয়। শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্ব বাংলাদেশের জন্য আশীর্বাদ।

মন্ত্রী আজ লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জে স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি (এসএসকে)-কে অধিকতর কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন এবং এর সফল সম্প্রসারণের লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে সরকারি কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, ইউনিয়ন পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি ও অন্যান্য অংশীজনদের সাথে উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, শেখ হাসিনা দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার আগে পদ্মা সেতু, মেট্রোরেলের মতো বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে তা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি। তিনি বলেন. বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা এক সময়ের অচেনা বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে হিমালয়ের উচ্চ শিখরে নিয়ে গেছেন। দেশের ১৭ কোটি মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করছেন প্রধানমন্ত্রী।

কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ আবদুল মান্নানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের যুগ্ম সচিব এ ওয়াই এম জিয়াউদ্দিন আল মামুদ।

#

জাকির/রফিক/রফিকুল/আরাফাত/সেলিম/২০২২/২২১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯০৪

**‍ভাষাসৈনিক সাংবাদিক রণেশ মৈত্রের মৃত্যুতে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :

একুশে পদকপ্রাপ্ত ভাষা সৈনিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক ও কলামিস্ট রণেশ মৈত্রের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ।

প্রতিমন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় প্রয়াতের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

শোকবার্তায় প্রতিমন্ত্রী বলেন, রণেশ মৈত্র এক ডজনের বেশি গ্রন্থের লেখক। ছাত্র ইউনিয়ন ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, তাঁতি অধিকার প্রতিষ্ঠা, ঘুঘুদহ ও বিল কুড়ানিয়ার খেতমজুরদের আন্দোলনসহ মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ছিলেন তিনি। আজীবন সংগ্রামী এ গুণী ব্যক্তিত্ব তাঁর স্বীয় কর্মের মাধ্যমে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

উল্লেখ্য, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ রণেশ মৈত্র সোমবার রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই ছেলে, তিন মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

#

ফয়সল/পাশা/এনায়েত/মাহমুদ/আরাফাত/সেলিম/২০২২/১৯১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯০৩

**গণতন্ত্র, অগ্রগতি, বিশ্ব নারী জাগরণের প্রতীক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা**

**-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, গণতন্ত্র, উন্নয়ন-অগ্রগতির প্রতীক এবং বিশ্ব প্রেক্ষাপটে নারী জাগরণ, নারী অগ্রগতির প্রতীক। দেশের সকল ক্ষেত্রেই যে উন্নয়ন-অগ্রগতি সেটা সম্ভব হয়েছে বঙ্গবন্ধুকন্যার জাদুকরী নেতৃত্বের কারণেই এবং যারা বলে পাকিস্তানই ভালো ছিল, তাদের এদেশে রাজনীতি করার কোনো অধিকার নেই।’

আজ রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের নলিনীকান্ত ভট্টশালী মিলনায়তনে প্রধানমন্ত্রীর ৭৬তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে হাসুমণি’র পাঠশালা সংগঠন আয়োজিত দু’দিনব্যাপী ‘শেখ হাসিনা জন্মোৎসবে’র উদ্বোধনী পর্ব শিল্পকর্ম প্রদর্শনী ও গোলটেবিল আলোচনায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

হাসুমণি’র পাঠশালার সভাপতি মারুফা আক্তার পপির সভাপতিত্বে ‘প্রস্ফুটিত পুষ্পের রঙ্গিন উচ্ছ্বাস’ শিরোনামের উদ্বোধনী পর্বে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ বিশেষ অতিথি, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের চেয়ারম্যান সাজ্জাদুল হাসান এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সচিব নাজমা আক্তার বিপ্লবী আমন্ত্রিত আলোচক হিসেবে বক্তব্য দেন। এর আগে শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আখতারুজ্জামান।

শেখ হাসিনার প্রতি সালাম ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সম্প্রচার মন্ত্রী হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘১৯৮১ সালের ১৭ মে জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে দেশে পদার্পণ করেছিলেন। তখন আমি ছাত্রলীগের কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক। সেদিন অঝোর ধারায় বৃষ্টি হচ্ছিল এবং আমরা স্লোগান ধরেছিলাম- ঝড় বৃষ্টি আঁধার রাতে, শেখ হাসিনা আমরা আছি তোমার সাথে। সেদিন প্রকৃতি যেন জননেত্রী শেখ হাসিনাকে বঙ্গবন্ধুর এই রক্তে ভেজা মাটিতে পেয়ে বৃষ্টির অঝোর ধারায় আনন্দে স্লোগান দিচ্ছিল। আর মেঘের প্রচণ্ড গর্জন যেন বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের প্রতি তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছিল। সেদিন বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন- আমাকে যদি মৃত্যুর মুখোমুখিও দাঁড়াতে হয়, এদেশের মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের জন্য আমি পিছপা হব না। সেই থেকে ৪১ বছরের পথ চলায় জননেত্রী শেখ হাসিনা সমস্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে জীবনকে হাতের মুঠোয় নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের পাশে থেকেছেন, আছেন।’

বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনাকে একে একে ১৯ বার হত্যা করার অপচেষ্টা চালানো হয়েছে, কিন্তু বারবার মৃত্যু উপত্যকা থেকে ফিরে এসে তিনি বিচলিত হননি, দ্বিধান্বিত হননি, থমকে দাঁড়াননি, বরং আরো দ্বীপ্তপদভারে, আরো প্রত্যয় নিয়ে তিনি এদেশের মানুষের সংগ্রামের কাফেলাকে নিয়ে এগিয়েছেন, বলেন ড. হাছান মাহ্‌মুদ। তিনি বলেন, এদেশের গণতন্ত্র ফিরে এসেছে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই। নব্বইয়ের যে আন্দোলনের মাধ্যমে এরশাদ সরকারের পতন ঘটে, সেই আন্দোলনের নেতৃত্বও দিয়েছেন জননেত্রী শেখ হাসিনা।

চলমান পাতা/২

--০২--

সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘আজকে আমরা মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়ার বদলে যাওয়ার গল্প শুনি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যদি অব্যাহতভাবে দেশ পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন, জনগণ যদি সেই সুযোগ দেয়, আর পাঁচ-সাত বছর পর পৃথিবীর মানুষ বাংলাদেশের বদলে যাওয়ার গল্প শুনবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের মাঝে আরো বহু বছর থাকুন, এই দেশকে নেতৃত্ব দিয়ে যান, তাঁর নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাস্তবায়ন হোক এটিই আমাদের প্রত্যাশা।’

ড. হাছান বলেন, ‘আজকে পাকিস্তান আমাদের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে যে, বাংলাদেশ তাদেরকে পেছনে ফেলে বহুদূর এগিয়ে গেছে। আর অন্যদিকে বিএনপির মহাসচিব বলেন যে, পাকিস্তান ভালো ছিল। যারা বলে পাকিস্তান ভালো ছিল, তাদের এদেশে রাজনীতি করার কোনো অধিকার থাকতে পারে না, থাকা উচিত নয়।’

‘শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের এই উন্নয়ন, অগ্রগতির জন্য নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব সংকটের মধ্যে পড়েছে বলে বিএনপি মনে করে’ উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপি তাদের রাজনীতি ও ভবিষ্যৎ হুমকির মুখে অনুধাবন করতে পেরেছে সে কারণে তারা আজকে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। আমরা দেখেছি সমাবেশের নামে গতকাল হাজারিবাগে সাংবাদিকদের ওপর হামলা পরিচালনা করছে। দেশ টিভির সাংবাদিক দেলোয়ারকে বেধড়ক মেরেছে, আরো অনেক সাংবাদিককে নাজেহাল করেছে। আমি তথ্যমন্ত্রী হিসেবে এর তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং আমি সাংবাদিক সমাজকে অনুরোধ জানাবো এ ধরনের হামলার বিরুদ্ধে আপনারা সোচ্চার হোন।’

গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী প্রজন্মের কাছে উন্নত দেশ উপহার দিতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। তার এই হাতকে শক্তিশালী করতে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।’

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডাক্তার মোঃ আতিকুর রহমান, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক কামরুন নাহার, প্রধানমন্ত্রীর উপ-প্রেস সচিব হাসান জাহিদ তুষার এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান অধ্যাপক জুনায়েদ হালিম সভায় বক্তৃতা করেন। সভাশেষে অতিথিবৃন্দ শিল্পকর্ম প্রদর্শনীটি ঘুরে দেখেন।

#

আকরাম/পাশা/রাহাত/এনায়েত/মাহমুদ/আরাফাত/সেলিম/২০২২/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯০২

**হাফেজ তাকরীমের গৌরবময় অর্জন বাংলাদেশের জন্য সুনাম বয়ে এনেছে**

**--- ধর্ম প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, হাফেজ সালেহ আহমদ তাকরীম আন্তর্জাতিক হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে বাংলাদেশের জন্য সুনাম বয়ে এনেছে।

আজ বাইতুল মুকাররম মসজিদের পূর্ব সাহানে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনায় সৌদি আরবে অনুষ্ঠিত ৪২তম বাদশাহ আব্দুল আজিজ আন্তর্জাতিক হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতায় (১৫ পারা হিফজ ক্যাটেগরিতে) তৃতীয় স্থান অর্জন করায় বাংলাদেশি প্রতিযোগী হাফেজ সালেহ আহমদ তাকরিমের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, সৌদি আরবে অনুষ্ঠিত বিশ্বের অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ পবিত্র হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বাংলার এই ক্ষুদে হাফেজ মাত্র ১৩ বছর বয়সে পৃথিবীর ১১১টি দেশের প্রতিযোগিদের মধ্যে (১৫ পারা হিফজ ক্যাটেগরিতে) তৃতীয় স্থান অর্জন করে বাংলাদেশের জন্য যে সম্মান বয়ে এনেছেন তা এদেশের শিশু-কিশোরদের দারুনভাবে অনুপ্রাণিত করবে।

অনুষ্ঠানে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে হাফেজ সালেহ আহুমদ তাকরীমের হাতে দুই লাখ টাকার চেক, ক্রেস্ট ও বই তুলে দেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, আজকের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান নিছক কোনো আনুষ্ঠানিকতা নয়। এ সংবর্ধনার মাধ্যমে দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানের আবেগ আর বিশ্বাসকে সম্মান জানানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এই সংবর্ধনা হাফেজ সালেহ আহমদ তাকরীমের মতো লাখ লাখ শিশুকে পবিত্র কুরআন শিক্ষার প্রতি আরো বেশি আগ্রহী করে তুলবে । তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইসলামের প্রচার ও প্রসারে তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা, জাতীয় পর্যায়ে ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা.) পালন, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন, বিশ্ব ইজতেমার জন্য টঙ্গীতে জায়গা বরাদ্দ, কারাইলের মারকাজ মসজিদ সম্প্রসারণের জন্য জমি বরাদ্দ, হজ পালনের জন্য সরকারি অনুদানের ব্যবস্থাসহ অসামান্য অবদান রেখে গেছেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারও ইসলামের প্রচার ও প্রসারে প্রায় সাড়ে ৯ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬৪ টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ, পবিত্র কুরআনের ডিজিটাইজেশন, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, হজ ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাল সুবিধা চালুকরণ, সৌদি আরবের ইমিগ্রেশন বাংলাদেশেই সম্পন্ন করা, কওমী শিক্ষার্থীদের দাওরায়ে হাদীস সনদকে মাস্টার্স সমমান প্রদান, মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে আলেম-ওলামাদের কর্মসংস্থানসহ ইসলামের খেদমতে বহুবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ড. মোঃ মুশফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মু. আব্দুল আউয়াল হাওলাদার, হাফেজ তাকরীমের পিতা হাফেজ আব্দুর রহমান হাফেজ তাকরীমের মাদ্রাসা মারকাজে ফায়জিল কুরআনের মুহতামীম মুফতী মুরতাজা হাসান ফয়েজী।

দোয়া ও মুনাজাত পরিচালনা করেন জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের খতিব ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গভর্নর আল্লামা মুফতি রুহুল আমিন।

#

আনোয়ার/পাশা/রাহাত/এনায়েত/মাহমুদ/আরাফাত/জয়নুল/২০২২/১৯১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯০১

**বাংলাদেশ ও ফিলিপাইনের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আরো জোরদার করতে অর্থমন্ত্রীর আহ্বান**

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :

ম্যানিলায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)’র সদর দপ্তরে বার্ষিক সভার অংশ হিসেবে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের সাথে আজ স্বাগতিক দেশ ফিলিপাইনের অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে ফিলিপাইন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম যারা ১৯৭২ সালে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে দ্রুত সময়ের মধ্যে স্বীকৃতি দিয়েছিল বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন। এছাড়া, ফিলিপাইন জাতিসংঘের সাধারণ সভায় স্বাধীন বাংলাদেশের দ্রুত স্বীকৃতির এবং জাতিসংঘের সদস্যপদ নিশ্চিত করতে সমর্থনের ক্ষেত্রেও প্রথম দেশগুলোর মধ্যে একটি ছিল উল্লেখ করে ফিলিপাইনের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অর্থমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ এবং ফিলিপাইন ২০২২ সালে কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্ণ করেছে। তিনি বলেন, আমরা দুই দেশের মধ্যে ৫০ বছরের কূটনৈতিক সম্পর্কের দৃঢ়ভিত্তির ওপর দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাকে আরো জোরদার করতে যৌথ কৌশল প্রণয়ন করতে পারি। আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে টোকিও থেকে ঢাকায় ফেরার পথে ফিলিপাইনের বন্ধুপ্রতিম জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য ম্যানিলা হয়ে গিয়েছিলেন। আমাদের প্রধানমন্ত্রী ১৯৯৭ এবং ২০০৪ সালে ফিলিপাইন সফর করেন এবং ১৯৯৭ সালে ফিলিপাইনের রাষ্ট্রপতি ফিদেল রামোস বাংলাদেশ সফর করেছিলেন।

বাংলাদেশ ও ফিলিপাইনের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা এখনও পুরোপুরি উন্মোচিত হয়নি উল্লেখ করে এ সময় মন্ত্রী বলেন, দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ এখন মাত্র ১০৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। দুই দেশের মধ্যে অবিলম্বে সহযোগিতার সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলো হতে পারে ওষুধ, কৃষি পণ্য, হালকা প্রকৌশল, পাট এবং পাটজাত পণ্য ইত্যাদি। উভয়পক্ষ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্যসেবা, নার্সিং এবং আইটি ক্ষেত্রেও সহযোগিতা করে লাভবান হতে পারে। দু’দেশের মধ্যে অভিবাসী কর্মীদের সহযোগিতা, উচ্চশিক্ষা, সামুদ্রিক সহযোগিতা, কৃষি সহযোগিতা, প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, যৌথ কমিশন প্রতিষ্ঠা, মিডিয়া সহযোগিতা, দুর্নীতি প্রতিরোধসহ বেশ কিছু সমঝোতা চুক্তি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরো অর্থবহ এবং সারগর্ভ করার জন্য এগুলো চূড়ান্তকরণের জন্য অর্থমন্ত্রী এ সময় আহ্বান জানান।

#

তৌহিদুল/পাশা/মাহমুদ/আরাফাত/জয়নুল/২০২২/১৮৩৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯০০

**চট্টগ্রাম বন্দর বাংলাদেশের অর্থনীতির লাইফলাইন**

**--- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্মুদ চৌধুরী বলেছেন, চট্টগ্রাম বন্দরকে নিয়ে আমাদের অনেক প্রত্যাশা। সবচেয়ে বড় আড়তের কাজ করে চট্টগ্রাম বন্দর। এ বন্দরটি ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকে। বন্দরের কাজে কিছুটা সমস্যা আছে। চট্টগ্রাম বন্দর ও কাস্টমসকে একসাথে কাজ করতে হবে। কাস্টমস জটিলতায় কাস্টমস ও ব্যবসায়ীরা একে অপরকে দোষারোপ করে থাকে। কাস্টমস জটিলতা দূর করতে মালামাল ছাড়ানোর জন্য ব্যবসায়ীদের সকল কাগজপত্র প্রস্তুত রাখতে হবে। এরপরেও মালামাল ছাড় করতে কারো কোনো অবহেলা থাকলে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স পাওয়ার সাথে সাথে চট্টগ্রাম বন্দর মালামাল ছাড় করে থাকে। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। চট্টগ্রাম বন্দর বাংলাদেশের অর্থনীতির লাইফলাইন। এ লাইফলাইনকে আরো গতিশীল করতে হবে।

আজ ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে ‘দৈনিক ইত্তেফাক’ আয়োজিত ‘দেশীয় বিনিয়োগে চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নয়ন’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

গ্লোবাল টেলিভিশনের সিইও এবং এডিটর ইন চিফ সৈয়দ ইশতিয়াক রেজার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম বন্দরের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ শাহজাহান, বাংলাদেশ ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট নূরুল কাইয়ুম খান, শিপ হ্যান্ডলিং এন্ড বার্থ অপারেটর এসোসিয়েশনের সভাপতি ফজলে ইকরাম চৌধুরী, নৌপরিবহন অধিদফতরের সাবেক মহাপরিচালক কমডোর (অবঃ) সৈয়দ আরিফুল ইসলাম, এটিএন বাংলার প্রধান নির্বাহী সম্পাদক জ.ই. মামুন, যমুনা টেলিভিশনের সিইও ফাহিম আহমেদ এবং বৈশাখী টেলিভিশনের প্রধান বার্তা সম্পাদক সাইফুল ইসলাম।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, চট্টগ্রাম বন্দর দেশীয় বিনিয়োগের মাধ্যমে এ পর্যায়ে পৌঁছেছে। মোংলা বন্দর ও পায়রা বন্দর নিজস্ব বিনিয়োগে এগিয়ে যাচ্ছে। চট্টগ্রাম বন্দরের অর্থে পায়রা বন্দরের উন্নয়ন হচ্ছে। চট্টগ্রাম বন্দরের বে-টার্মিনাল নির্মাণের ক্ষেত্রে একটি টার্মিনাল চট্টগ্রাম বন্দরের নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হবে। এতে চট্টগ্রাম বন্দরের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরের অধিকার মানে বাংলাদেশের অধিকার। জাপানের অর্থায়নে মাতারবাড়িতে গভীর সমুদ্র বন্দর হচ্ছে। পায়রা বন্দরের ফার্স্ট টার্মিনাল ও আন্দারমানিক নদীর ওপর সেতু নির্মাণের কাজ চলছে। মোংলা বন্দরের আউটারবারে ড্রেজিং হয়েছে এবং ইনারবারে ড্রেজিং চলছে। পদ্মা সেতু হয়ে গেছে। মৃতপ্রায় মোংলা বন্দরকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে লাভের ধারায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তিনি বলেন, মাতারবাড়ি বন্দর সিঙ্গাপুরের বন্দরের মতো হবে। চট্টগ্রাম বন্দর নিজস্ব উন্নয়নের পাশাপাশি পায়রা বন্দরের উন্নয়নে অর্থায়ন করছে। চট্টগ্রাম বন্দর করোনার সময়ে সরকারি তহবিলে ৩০ কোটি টাকা দিয়েছে। সে অর্থ সরকার করোনা মোকাবিলায় ব্যয় করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকে ৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা দিয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে চট্টগ্রাম বন্দর। অভ্যন্তরীণ নৌপথে পণ্য পরিবহনের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম-ঢাকা নৌপথ বিশ^ব্যাংকের সহায়তায় ড্রেজিং করা হচ্ছে। মুন্সিগঞ্জের শিমুলিয়ায় কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণের সমীক্ষা হচ্ছে।

#

জাহাঙ্গীর/পাশা/রাহাত/মাহমুদ/আরাফাত/জয়নুল/২০২২/১৮২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর :৩৮৯৯

**শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে ২ কোটি ৩৬ লাখ টাকা লভ্যাংশ জমা দিল বেক্সিমকো ফার্মা**

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে ২ কোটি ৩৬ লাখ টাকা লভ্যাংশ জমা দিয়েছে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস এবং এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান নুভিস্তা ফার্মাসিউটিক্যালস। গত অর্থবছরের লভ্যাংশের নির্দিষ্ট অংশ হিসেবে এ অর্থ জমা দেওয়া হয়েছে।

আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মন্নুজান সুফিয়ানের হাতে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড এবং নুভিস্তা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড এর চিফ অপারেটিং অফিসার রাব্বুর রেজা এবং চিফ ফিনানসিয়াল অফিসার আলী নাওয়াজের নেতৃত্বে চার সদস্যের প্রতিনিধিদল প্রতিমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎকালে ২ কোটি ৩৫ লাখ ৮০ হাজার ৮৩৮ টাকার চেক হস্তান্তর করেন।

বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী কোম্পানির নিট লাভের শতকরা পাঁচ ভাগের এক দশমাংশ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে জমা প্রদানের বিধান রয়েছে। এ পর্যন্ত দেশি-বিদেশি এবং বহুজাতিক মিলে ২৯৩ টি কোম্পানি এ তহবিলে নিয়মিত লভ্যাংশ প্রদান করছে। এ তহবিলে আজ পর্যন্ত জমার পরিমাণ ৭’শ ৫২ কোটি টাকার বেশি। এ তহবিল থেকে প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের কর্মস্থলে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুতে, আহত, দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত শ্রমিকের চিকিৎসা এবং শ্রমিকের মেধাবী সন্তানের উচ্চশিক্ষায় সহায়তা দেয়া হয়। এখন পর্যন্ত ১৫ হাজার ২৩৭ শ্রমিককে এ তহবিল থেকে প্রায় ৬৬ কোটি টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

চেক প্রদান অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ড. মোল্লা জালাল উদ্দিন, যুগ্ম সচিব মোঃ মহিদুর রহমান, দু’টি ফার্মাসিউটিক্যালস এর একাউন্টস এন্ড ফিনান্স বিভাগের পরিচালক মোঃজামাল উদ্দিন এবং মানবসম্পদ বিভাগের প্রধান এম এ এরশাদ ভূঁইয়া উপস্থিত ছিলেন।

#

আকতারুল/পাশা/রাহাত/মাহমুদ/আরাফাত/লিখন/১৭৫৪ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৯৮

**পরিকল্পিতভাবে এগিয়ে যাবে দেশের পর্যটন শিল্প**

**--- পর্যটন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মোঃ মাহবুব আলী বলেছেন, দেশের পর্যটন শিল্পকে পরিকল্পিতভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হচ্ছে। এ বছরই ডিসেম্বরে এই মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ শেষ হবে। এ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের পর্যটন খাত নতুন যুগে প্রবেশ করবে।

আজ রাজধানীর আগারগাঁওয়ের পর্যটন ভবনে বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। এর আগে প্রতিমন্ত্রী বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত একটি বর্ণাঢ্য র‌্যালি এবং বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের খাদ্য উৎসব ও লাইভ কুকিং শো উদ্বোধন করেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, পর্যটনের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত আন্তরিক। তাঁর নেতৃত্বে পর্যটন খাতকে কাক্সিক্ষত লক্ষ্যে পৌঁছাতে আমরা কাজ করছি। সবাই মিলে একসাথে কাজ করলে আমাদের নির্দিষ্ট যে উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে, আমরা দ্রুতই সেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারবো। দেশের পর্যটনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, আমাদের পর্যটনে অপার সম্ভাবনা ও সুযোগ রয়েছে। আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও প্রকৃতিসহ পর্যটনের সকল উপাদান ও সুযোগ-সুবিধা সঠিকভাবে মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে। ব্র্যান্ডিং করতে হবে। দেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি বহির্বিশ্বে প্রচার করতে হবে। তাহলেই বিদেশি পর্যটকগণ আমাদের পর্যটন গন্তব্যগুলো নিয়ে আকর্ষণবোধ করবেন।

মাহবুব আলী বলেন, কোভিড-১৯ মহামারির অভিজ্ঞতা বিশ্বের পর্যটন শিল্পকে নিয়ে নতুন করে ভাবার সুযোগ করে দিয়েছে। পর্যটনের টেকসই ও ধারাবাহিক উন্নয়নে সৃজনশীলতা, উদ্ভাবন ও পণ্যের বহুমাত্রিকীকরণের কোনো বিকল্প নেই। দেশের পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কার্যকরী কৌশল প্রণয়ন করা হচ্ছে। জেলায় পর্যটনের উন্নয়ন কাজ সমন্বয় করার জন্য একজন এডিসিকে পর্যটনের দায়িত্ব দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হবে।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোকাম্মেল হোসেনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় গেস্ট অভ্ অনার হিসেবে বক্তব্য রাখেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী এমপি। এছাড়া আরো বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মোঃ আলী কদর, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ অলিউল্লাহ, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আবু তাহির মোঃ জাবের ও ট্যুরিজম পুলিশের ডিআইজি ইলিয়াস শরীফ।

#

তানভীর/পাশা/রাহাত/মাহমুদ/আরাফাত/জয়নুল/২০২২/১৮১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৯৭

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গতকাল সোমবার সকাল ৮টা থেকে আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৭৩৭ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১৫ দশমিক ৪২ শতাংশ। এ সময় ৪ হাজার ৭৮১ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে ১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৩৬০ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৬৩ হাজার ৭১৯ জন।

#

কবীর/পাশা/মাহমুদ/আরাফাত/রেজাউল/২০২২/১৭০২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৯৬

**পাটখাতের উন্নয়ন, আধুনিকায়ন ও রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে**

**অংশীজনদের সার্বিক সহযোগিতা করা হবে**

**-- বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক বলেছেন, পাটখাতের উন্নয়ন, আধুনিকায়ন ও রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে সরকার এ খাত সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে।

আজ সচিবালয়ে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ জুট এসোসিয়েশন (বিজেএ)-এর একটি প্রতিনিধিদলের সাথে সাক্ষাৎকালে মন্ত্রী এ কথা বলেন। এ সময় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পাট) তসলিম কানিজ নাহিদা, বিজেএ চেয়ারম্যান শেখ সৈয়দ আলী, সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান আরজু রহমান ভূঁইয়া, ভাইস চেয়ারম্যান এফ এম সাইফুজ্জামানসহ এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ ও মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী বলেন, সরকার পাট চাষ নিশ্চিতকরণে বীজ সরবরাহ সঠিক রাখার পাশাপাশি কৃষকদের অন্যান্য উপকরণ সহায়তা প্রদান করছে। এজন্য সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পাটের উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। পাটকলসমূহ নিরবচ্ছিন্নভাবে পাট সংগ্রহ করতে পারছে যা রপ্তানি আয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে, কৃষকরাও পাটের সঠিক মূল্য পাচ্ছেন।

মন্ত্রী আরো বলেন, দেশে পাটজাত পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকার বহুমুখী পাটজাত পণ্যের উদ্ভাবন ও ব্যবহার সম্প্রসারণে গুরুত্বারোপ করেছে। ইতোমধ্যে, এ খাতের উদ্যোক্তাগণ ২৮২ প্রকার দৃষ্টিনন্দন পাটপণ্য উৎপাদন করছেন, যার অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। বহুমুখী পাটজাত পণ্যকে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় করতে প্রচার-প্রচারণাসহ বিদেশে বিভিন্ন মেলার আয়োজন করার কাজ চলমান রয়েছে। এসব মেলা পাটজাত পণ্য উৎপাদনকারী, বিপণনকারী, ব্যবহারকারী এবং বিদেশি ক্রেতাদের মধ্যে অধিক যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তা করছে। তিনি বলেন, দেশে প্রয়োজনীয় কাঁচাপাট সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানির ধারা বেগবান করার লক্ষ্যে সর্বদা পাটের বাজার দর পর্যবেক্ষণে রাখা হবে। এবছর ইতোমধ্যে পাট মৌসুম শুরু হয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কাঁচাপাট বাজারে আসতে শুরু করেছে। এ মৌসুমে কাঁচাপাটের উৎপাদনও সন্তোষজনক। পাট চাষিগণ পাটের ভালো দাম পাবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। কোনো কারণে যেন কাঁচাপাটের দাম অসহনীয় না হয় সেজন্য সর্বদা কাঁচাপাটের বাজার পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

#

সৈকত/পাশা/রাহাত/মাহমুদ/আরাফাত/রেজাউল/২০২২/১৭০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৯৫

**বাংলাদেশ ৫১ বছরের যাত্রায় কখনোই দেশি-বিদেশি ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়নি**

**-- অর্থমন্ত্রী**

ম্যানিলা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :

আজ ম্যানিলায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)’র সদর দপ্তরে বার্ষিক সভার অংশ হিসেবে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের সাথে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)’র প্রেসিডেন্ট মাসাতসুগু আসাকাওয়ার দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে মন্ত্রী বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশে ADB-এর ক্রমবর্ধমান অর্থায়ন দাঁড়িয়েছে ২৭ দশমিক ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে, যার মধ্যে মোট বকেয়া ১১ দশমিক ৬৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তিনি বলেন, বাংলাদেশ অত্যন্ত সক্ষমতার সাথে নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করে চলেছে। বাংলাদেশের ৫১ বছরের যাত্রায় কখনোই দেশি-বিদেশি ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়নি। জিডিপি অনুপাতে বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে কম ঋণের দেশের মধ্যে অন্যতম।

মন্ত্রী এ সময় কোভিড-১৯ সংকটে এডিবি’র দ্রুত সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টের সক্রিয় এবং গতিশীল নেতৃত্বের জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বলেন, এডিবি এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্য সংকট পুনরুদ্ধারের জন্য বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল সদস্য দেশগুলোকে দ্রুত ভ্যাকসিন ও ব্যয় সহায়তা দিয়ে সাহায্য করেছে। তিনি বলেন, ADB বাংলাদেশকে জলবায়ু অভিযোজন, প্রশমন এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে অসহায় মানুষদের সাহায্য করার জন্য গতিশীল ভূমিকা পালন করতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় মিশ্র অর্থায়নের পরিবর্তে নমনীয় ঋণ সহায়তা বাস্তবসম্মত পদ্ধতি হতে পারে বলে তিনি এ সময় উল্লেখ করেন। এছাড়াও ADB চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ওপর বিশেষ মনোযোগ দিয়ে আইসিটিভিত্তিক উদ্যোক্তা উন্নয়ন, কৃষি বৈচিত্র্যকরণ, স্থিতিস্থাপক স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং মানসম্পন্ন অবকাঠামোর কৃষি প্রবর্তনে সহায়তা করতে পারে বলে মন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এ সময় বাংলাদেশের সক্ষমতা ও অগ্রগতি তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও বিচক্ষণ নেতৃত্বে বাংলাদেশ সকল আর্থসামাজিক সূচকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। বাংলাদেশ গত ১৩ বছরে গড়ে ৬ দশমিক ৬ শতাংশ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। কিন্তু কোভিড-১৯ মহামারি এবং বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক সংকটের কারণে খাদ্য, জ্বালানি, সার, এবং আর্থিক সংকট বিশ্বব্যাপী সরবরাহ চেইনকে ব্যাহত করেছে এবং সারা বিশ্বে মূল্যস্ফীতি বাড়িয়েছে। এ অবস্থায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা নিশ্চিত করার জন্য, আমাদের এডিবি থেকে বাজেট সহায়তার পাশাপাশি নীতিভিত্তিক ঋণ (PBL) প্রয়োজন। অর্থমন্ত্রী এ বিষয়ে এডিবি’র বিশেষ সহযোগিতা কামনা করেন এবং বাংলাদেশও এডিবি সদর দপ্তরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখবে বলে আশা ব্যক্ত করেন।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)’র প্রেসিডেন্ট মাসাতসুগু আসাকাওয়া বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ বাংলাদেশের সক্ষমতার একটি প্রতীক। এজন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় নেতৃত্বের বিশেষ প্রশংসা করেন। কোভিড-১৯ মহামারির কারণে সৃষ্ট স্বাস্থ্যগত ও আর্থ-সামাজিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশের গৃহীত পদক্ষেপ এবং টিকা কার্যক্রমেরও প্রশংসা করেন। করোনা মহামারি কাটিয়ে উঠতে বাংলাদেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তা পুনরুদ্ধারে এডিবি শুরু থেকেই বাংলাদেশের পাশে থেকে সহযোগিতা করেছে এবং ভবিষ্যতেও বাংলাদেশের পাশে থাকবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।

#

তৌহিদুল/পাশা/রাহাত/আরাফাত/রেজাউল/২০২২/১৮৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                          নম্বর : ৩৮৯৪

**ডিজিটাইজেশন বা পদ্ধতিগত রূপান্তরের ফলে ‘লাল ফিতার দৌরাত্ম’ দূর হচ্ছে**

**--- ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী বলেছেন, ডিজিটাইজেশন বা পদ্ধতিগত রূপান্তরের ফলে ‘লাল ফিতার দৌরাত্ম’ দূর হচ্ছে। ২০০৯ সালের পর থেকে ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় প্রশাসনিক কাজ কর্মে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়েছে। লাল ফিতায় এখন আর ফাইল চলে না, ফাইল চলে ডিজিটাল পদ্ধতিতে।

আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারীদের শুদ্ধাচার, এপিএ, উদ্ভাবন ও শ্রমসাধ‌্য কাজের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে ডিজিটাল প্লাটফর্মে সংযুক্ত থেকে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন। ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব মোঃ খলিলুর রহমান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী ডিজিটাল যুগের চ‌্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন‌্য উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে বলেন, আপনারা যত বেশি উদ্ভাবনী হবেন সরকার তত বেশি ডিজিটাইজেশনে এগিয়ে যাবে।  তিনি বলেন, যে কোনো চ‌্যালেঞ্জ মোকাবিলার দক্ষতা, যোগ‌্যতা ও সাহস আপনাদের রয়েছে। তিনি ডিজিটাল অবকাঠামো সম্প্রসারণের মাধ‌্যমে ডিজিটাল  বাংলাদেশ কর্মসূচির সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অপরিসীম  ভূমিকা রয়েছে বলে   উল্লেখ করেন। মন্ত্রী এসময় দ্রুতগতির ইন্টারনেটসহ দেশের ডিজিটাল অবকাঠামো সম্প্রসারণে অর্পিত দায়িত্ব দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে এগিয়ে নেওয়ার জন‌্য  সংশ্লিষ্টদের ভূমিকার প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানে সংস্থা পর্যায়ে বিটিসিএল, সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড এবং বাংলাদেশ কেবল শিল্প লিমিটেডকে শুদ্ধাচার পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। এছাড়া ২০২১-২২ অর্থবছরে আকস্মিক, কঠোর শ্রমসাধ‌্য ও কৃতিত্বপূর্ণ বিশেষ ধরনের কাজের জন‌্য ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের ২৭জন কর্মকর্তা -কর্মচারীকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব পুরস্কার ও সম্মাননা হস্তান্তর করেন।

#

শেফায়েত/পাশা/রাহাত/মাহমুদ/আরাফাত/লিখন ১৭৪৬ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৯৩

**বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২৮ সেপ্টেম্বর ‘বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস-২০২২' উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ‘বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস-২০২২' উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'Rabies: One Health, Zero Deaths' অর্থাৎ জলাতঙ্ক; মৃত্যু আর নয়, সবার সঙ্গে সমন্বয়' সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আমাদের নির্বাচনি অঙ্গীকার অনুযায়ী গত সাড়ে তেরো বছরে আমরা স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরা কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করেছিলাম। বিএনপি-জামাত ক্ষমতায় এসে আমাদের সরকারের এই জনকল্যাণমুখী প্রকল্পটি বন্ধ করে দিয়েছিল। ফলে সাধারণ মানুষ স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর আমরা স্বাস্থ্যসেবাকে জনগণের দোড়গোড়ায় পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে পুনরায় কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করি। এ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু করেছি। যেখানে বিনামূল্যে ৩০ প্রকার ঔষধ দেওয়া হচ্ছে। আমরা ‘জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি, ২০১১’ প্রণয়ন করেছি, সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা' অর্জনকে প্রাধান্য দিয়ে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করেছি। আমাদের সরকার সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যেও বহুখাত ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, ২০১৮-২০২৫ বাস্তবায়ন করে চলছে। আমরা দেশের চিকিৎসা সেবার মানোন্নয়ন, সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো উন্নয়ন, চিকিৎসা এবং নার্সিং শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে পর্যাপ্ত জনবল সৃষ্টি এবং নিয়োগ, স্বাস্থ্যখাতে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার, আইন ও নীতিমালা প্রণয়নসহ নানা ধরনের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছি। চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছি, সাধারণ হাসপাতাল ও বিশেষায়িত হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করেছি। স্বাস্থ্যখাতে সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ এমডিজি পুরস্কার, সাউথ-সাউথ পুরস্কার এবং গ্যাভি পুরস্কার অর্জন করেছে। আমাদের দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় গড় আয়ুষ্কাল ৮০ বছরসহ অন্যান্য স্বাস্থ্য সূচকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন অঙ্গীকার করেছি। সে অনুযায়ী আমরা ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি গ্রহণ এবং হেলথ কেয়ার ফাইন্যান্সিং স্ট্রাটেজি (২০১২-২০৩২) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। করোনা মহামারি মোকাবিলায় সকলের জন্য বিনামূল্যে টিকার ব্যবস্থা করেছি।

সরকার দেশে জলাতঙ্ক রোগে মৃত্যু শূণ্যের কোঠায় নিয়ে আসতে ২০০৯ সাল থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে। ২০০৯ সালের পূর্বে প্রতিবছর জলাতঙ্ক রোগে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল প্রায় ২০০০ জনের অধিক। ২০১০ সাল থেকে আমাদের সরকার কর্তৃক ‘জাতীয় জলাতঙ্ক নির্মূল কর্মসূচি’ গ্রহণ এবং কার্যকর বাস্তবায়নের ফলে জুলাই ২০২২-এ মৃত্যুর সংখ্যা ২৬ জনে নেমে এসেছে। এমডিজি অর্জনের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এসডিজি ৩.৩ অর্জন এবং জলাতঙ্ক বিষয়ক Global Strategy তে ২০৩০ সালের মধ্যে জলাতঙ্ক মুক্ত বিশ্ব গড়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা নিরলস কাজ করে যাচ্ছি। আমরা জেলা সদর হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বিনামূল্যে জলাতঙ্ক প্রতিরোধী টিকা সরবরাহ করছি। ব্যাপক হারে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, আক্রান্তদের চিকিৎসা ও টিকা প্রদানের পাশাপাশি কুকুরের টিকাদান এবং সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেশকে জলাতঙ্কের ঝুঁকি থেকে মুক্ত করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি।

আমি বিশ্বাস করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় 'রূপকল্প-২০৪১' যথাযথভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়তে সক্ষম হব।

আমি 'বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস-২০২২' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/অনসূয়া/মাহমুদা/মাসুম/২০২২/১০১৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                          নম্বর : ৩৮৯২

**বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :

          রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ২৮ সেপ্টেম্বর ‘বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস ২০২২’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“সার্বজনীন ও আধুনিক মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের অঙ্গীকার নিয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ‘বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস ২০২২’ উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ বছর বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবসের প্রতিপাদ্য ‘Rabies : One Health Zero Deaths’ অর্থাৎ ‘জলাতঙ্ক : মৃত্যু আর নয়, সবার সাথে সমন্বয়’ যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

জলাতঙ্ক একটি প্রাণিবাহিত রোগ। এ রোগে আক্রান্ত পশু বিশেষ করে শেয়াল, কুকুর, বাদুড় ইত্যাদির কামড়ে মানুষের মাঝে জলাতঙ্ক সংক্রমিত হয়। যথাসময়ে চিকিৎসা দেওয়া না হলে জলাতঙ্ক প্রাণঘাতী হতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে বর্তমানে প্রতি বছর বিশ্বে প্রায় ৫৯,০০০ মানুষ এ রোগে মৃত্যুবরণ করে। সঠিক সময়ে চিকিৎসা করলে জলাতঙ্ক শতভাগ নিরাময় করা সম্ভব।

জলাতঙ্ক প্রতিরোধে সরকার জেলা সদর হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জলাতঙ্ক প্রতিরোধী ভ্যাকসিন বিনামূল্যে সরবরাহ করছে। সাধারণ জনগণের মধ্যে জলাতঙ্কের হার পূর্বের তুলনায় শতকরা ৬৮ ভাগ কমে এসেছে। তবে অসচেতনতা, ভৌগোলিক অবস্থান, ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর অনিয়ন্ত্রিত আচরণ ও ভ্রান্ত ধারণার জন্য দেশে জলাতঙ্কের ঝুঁকি এখনও বিদ্যমান। তাই সচেতনতা বৃদ্ধি, কুসংস্কার দূরীকরণ ও মানুষের আচরণ পরিবর্তনে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ খুবই জরুরি। একই সাথে পোষা ও বেওয়ারিশ কুকুর-বেড়ালকে জলাতঙ্কের ভ্যাকসিন দেয়াও জরুরি। সকলের সম্মিলিত প্রয়াস জলাতঙ্ক নির্মূলে ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি ‘বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস ২০২২’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/অনসূয়া/মাহমুদা/মাসুম/২০২২/১০১৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৯১

**প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৬তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ২৮ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৬তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনার ৭৬তম জন্মদিনে তাঁকে জানাই প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন।

১৯৪৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর দেশের এক ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক পরিবারে শেখ হাসিনার জন্ম। শৈশব থেকেই তিনি দেখেছেন তাঁর পিতা বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব, সংগ্রামী জীবন এবং দেশ ও গণমানুষের রাজনীতি। যুক্ত হয়েছেন ছাত্রলীগের রাজনীতিতে। সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলনসহ বাঙালির অধিকার আদায়ের সকল লড়াই-সংগ্রামে।

জাতির পিতার কন্যা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর চলার পথ কখনো কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট কালরাতে তাঁর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্রের হাতে সপরিবারে নির্মমভাবে নিহত হন। শহিদ হন মা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব, ভাই শেখ কামাল, শেখ জামাল, শিশু শেখ রাসেলসহ অনেক আপনজন। শেখ হাসিনা ও তাঁর বোন শেখ রেহানা তৎকালীন পশ্চিম জার্মানিতে অবস্থান করায় প্রাণে বেঁচে যান। মা, বাবা, ভাইসহ আপনজনদের হারানোর বেদনা বুকে ধারণ করে তাঁদের পরবর্তী ছয় বছর লন্ডন ও দিল্লীতে চরম প্রতিকূল পরিবেশে নির্বাসিত জীবন কাটাতে হয়। ২০০৪ সালের ২১শে আগস্ট বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে গ্রেনেড হামলাসহ বহুবার তাঁর উপর হামলা হয়েছে। মহান আল্লাহর অশেষ রহমতই প্রতিবার তাঁকে এসব বিপদ থেকে রক্ষা করেছে।

১৯৮১ সালে ১৪-১৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জাতীয় কাউন্সিল অধিবেশনে তাঁর অনুপস্থিতে তাঁকে সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। এটি ছিল আওয়ামী লীগের একটি সঠিক ও যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে স্বজন হারানোর বেদনা বুকে নিয়ে ১৯৮১ সালের ১৭ই মে তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন শুরু করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ’৯০ এর গণআন্দোলনের মাধ্যমে স্বৈরাচারের পতন হয়, বিজয় হয় গণতন্ত্রের।

১৯৯৬ সালের ১২ জুন সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়লাভ করে এবং শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়। এ সময় ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তিচুক্তি এবং প্রতিবেশী ভারতের সাথে গঙ্গা পানিবণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০০৮ সালের ২৯শে ডিসেম্বর নবম, ২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারি দশম এবং ২০১৮ সালের ৩০শে ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার টানা তিনবার ক্ষমতায় আসে। এসময় বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের রায় কার্যকরসহ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্যক্রম শুরু ও রায়ের বাস্তবায়ন, সমুদ্রে বাংলাদেশের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ভারতের সাথে দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত স্থল সীমানা নির্ধারণ তথা ছিটমহল বিনিময় চুক্তি সম্পাদিত হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হয়েছে। তাঁর সাহসিকতা, বলিষ্ঠ পদক্ষেপ এবং যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলেই বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত পদ্মা সেতু আজ উত্তাল পদ্মার বুকে জাতির গৌরবের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তিনিই আমাদেরকে বিশ্ব দরবারে আত্মবিশ্বাসের সাথে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর সাহস এনে দিয়েছেন। পদ্মা সেতুর সফল বাস্তবায়নের পথ ধরে কর্ণফুলী টানেল, মেট্রোরেল, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মতো বৃহৎ প্রকল্পের কাজও দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। দেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করতে তিনি রূপকল্প ‘ভিশন ২০২১’ এর সফল বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় ‘ভিশন ২০৪১’ কর্মসূচিসহ বাংলাদেশ বদ্বীপ মহাপরিকল্পনা (ডেল্টা প্লান ২১০০) গ্রহণ করেছেন।

চলমান পাতা-২

পাতা-২

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সদর্প বিচরণ দেশের সম্মান ও মর্যাদাকে অনন্য উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িত ও নির্যাতিত লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে দেশে আশ্রয় দিয়ে তিনি বিশ্বমানবতার ইতিহাসে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এজন্য তিনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ‘মাদার অব হিউম্যানিটি’ অভিধায় ভূষিত হয়েছেন। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলা, তথ্যপ্রযুক্তি, নারীর ক্ষমতায়নসহ দারিদ্র্যবিমোচনে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি দেশি-বিদেশি অনেক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন কপ-২৬-এ তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশের দৃঢ় অবস্থান ও ভূমিকা বিশ্বে আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। মুজিববর্ষ, স্বাধীনতা ও বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত নানাবিধ অনুষ্ঠানে প্রতিবেশী দেশসমূহের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের অংশগ্রহণের ফলে এসব দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক-সহযোগিতার ক্ষেত্র আরো সম্প্রসারিত হয়েছে।

করোনা মহামারি করোনার প্রভাবে গোটা বিশ্বের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়লেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়োচিত পদক্ষেপের ফলে সরকার করোনার প্রভাব মোকাবিলা করে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। এর মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল হয়েছে। মহামারির প্রভাব কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই রাশিয়া-ইউক্রেন সংকট ও এর ফলে বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতির উর্ধ্বগতি সারাবিশ্বকে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দিয়েছে। এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকার সাশ্রয়ী নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং সাধারণ মানুষের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্ব ও সঠিক সিদ্ধান্তের ফলে বাংলাদেশ এ বৈশ্বিক সংকটও সাফল্যের সাথে মোকাবিলা করে যাচ্ছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিসংবাদিত নেতৃত্বে বাঙালি অর্জন করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য তাঁর অব্যাহত সংগ্রাম, নির্ভীক ও দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং গভীর দেশপ্রেম জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে স্বীকৃত। জাতির পিতার আদর্শকে ধারণ করে তাঁরই যোগ্য উত্তরসুরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদক্ষ নেতৃত্বে আজ বাঙালি জাতি এগিয়ে যাচ্ছে বঙ্গবন্ধুর আজীবন লালিত স্বপ্ন সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার পথে। শেখ হাসিনা তাঁর পিতার মতোই গণমানুষের নেতা। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা, গতিশীল নেতৃত্ব, মানবিক মূল্যবোধ দিয়ে শুধু দেশেই নন, বহির্বিশ্বেও তিনি অন্যতম সেরা রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

আমি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু, সুখ-সমৃদ্ধি ও অব্যাহত কল্যাণ কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/অনসূয়া/মাহমুদা/আসমা/২০২২/১০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৯০

**আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২৮ সেপ্টেম্বর ‘আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস’ পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য-‘তথ্য প্রযুক্তির যুগে জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত হোক’ সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের তথ্যের অধিকারকে সম্মান দিয়ে নির্বাচনি অঙ্গীকার অনুযায়ী নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে ‘তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯’ পাস করে এবং এর আওতায় তথ্য কমিশন গঠন করেছে। ফলে জনগণ ও গণমাধ্যমের প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তির অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা দেশে গণমাধ্যমের বিকাশ ও অগ্রযাত্রায় সব সময়ই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছি। তথ্যের অবাধ প্রবাহকে আরো বিস্তৃত করতে আমরা বাংলাদেশ টেলিভিশন, বিটিভি ওয়ার্ল্ড এবং সংসদ টেলিভিশনের পাশাপাশি ৪৫টি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল এবং ২৮টি এফএম বেতার কেন্দ্র এবং ৩২টি কমিউনিটি রেডিও সম্প্রচারের অনুমতি দিয়েছি। এতে তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা সহজতর হয়েছে। সংসদ টেলিভিশন চালুর ফলে গণমানুষের কাছে সংসদের কার্যক্রম সরাসরি পৌঁছানো সহজ হয়েছে।

তথ্য কমিশন সরকারের সার্বিক সহযোগিতায় তথ্য অধিকার আইনের সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে এবং জনগণের তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিরাজমান বাধাসমূহ দূর করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। তথ্য কমিশন তথ্য বঞ্চিত জনগণের অভিযোগ আমলে নিয়ে নিয়মিত শুনানির মাধ্যমে তাদের তথ্য প্রাপ্তিকে নিশ্চিত করে যাচ্ছে। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিভিন্ন মাধ্যমে স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনগণ যত তথ্য পাবে, তাদের জীবনমানের তত উন্নয়ন ঘটবে।

আমি আশা করি, তথ্য অধিকার আইনের অধিকতর ব্যবহারের মাধ্যমে মুক্ত সমাজ গঠন ও জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে, গণতন্ত্র ও সুশাসন আরো সুদৃঢ় হবে। জাতির পিতার ‘সোনার বাংলাদেশ’ বিনির্মাণে আরো একধাপ এগিয়ে যাবে। তথ্য কমিশন আমাদের সরকারের এ উদ্যোগকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে –এ আমার প্রত্যাশা।

আমি ‘আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২২’-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/অনসূয়া/মাহমুদা/আসমা/২০২২/১০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৮৯

**আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ২৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ‘আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২২’ উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এবারের আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসের প্রতিপাদ্য ‘তথ্য প্রযুক্তির যুগে জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত হোক’ সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি সুশাসনের অন্যতম নিয়ামক। তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতের লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে ‘তথ্য অধিকার আইন ২০০৯’। এ আইনের মাধ্যমে নাগরিকগণ তথ্যে প্রবেশাধিকার পাচ্ছে। তথ্য কমিশনের পাশাপাশি সকল সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, নাগরিক সমাজ, জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ দেশের সর্বস্তরের জনগণের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণে তথ্য অধিকার আইন পরিপূর্ণতা পেতে পারে।

তথ্য অধিকার আইন জনগণের কল্যাণে প্রণীত। তথ্যের অবাধ, সঠিক ও সময়োচিত প্রকাশ একদিকে যেমন জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে, অন্যদিকে কর্তৃপক্ষের সুশাসন নিশ্চিত হবে, জনগণ ও রাষ্ট্রের মধ্যে আস্থার সম্পর্ক সমুন্নত থাকবে। তথ্য অধিকার আইনের সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে তথ্য কমিশন নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। আমি আশা করি, তথ্য কমিশন তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিদ্যমান বাধাসমূহ দূরীকরণের মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর জনগণের ক্ষমতায়নকেও সুদৃঢ় করতে জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

আমি ‘আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২২’ উপলক্ষ্যে ‍গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/অনসূয়া/মাহমুদা/আসমা/২০২২/১০০০ ঘণ্টা